সাধন চন্দ্র মজুমদার, এম.পি

মাননীয় মন্ত্রী

খাদ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সাধন চন্দ্র মজুমদার ১৯৫০ সালের ১৭ জুলাই নওগাঁ জেলার শিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মৃত কামিনী কুমার মজুমদার ও মাতা মৃত সাবিত্রী বালা মজুমদার। নয় ভাই-বোনের মধ্যে সাধন চন্দ্র মজুমদার অষ্টম। ষষ্ঠ শ্রেণিতে থাকাকালে তিনি তাঁর পিতাকে হারান।

তিনি নওগাঁ কেডি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি এবং চৌমুহনী সরকারী ডিগ্রী কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাস করেন। তিনি নওগাঁ ডিগ্রী কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রী অর্জন করেন। চৌমুহনী কলেজে অধ্যায়নরত অবস্থায় ১৯৬৭ সালে সক্রিয়ভাবে ছাত্রলীগে যোগ দেন। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিয়ামতপুর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাথে এবং দেশ পুনর্গঠনে সক্রিয়ভাবে জড়িত হন।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন, মানবাধিকার সমুন্নত রাখা, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে জীবন বাজী রেখে প্রতিবাদে সোচ্চার থেকেছেন সবসময়। তিনি জনগনের ভালবাসার মানুষ। তাই জনগনের অধীর আগ্রহে ১৯৮৪ সালে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন করেন। বিপুল ভোটে হাজিনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তখন সারা দেশে স্বৈরাচার বিরোধী তীব্র আন্দোলন চলছিল। এ সময় তিনি দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন চলাকালে তিনি হাজিনগর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন এবং উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য, দুইবার প্রচার সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক ও দীর্ঘ দিন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পরে কাউন্সিলের মাধ্যমে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বর্তমানে সফলতার সঙ্গে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির পাশাপাশি কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসা ও কন্সট্রাকশন ব্যবসা (পার্টনারশীপ) এর সাথে জড়িত।

এই বর্ষীয়ান নেতা ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে নওগাঁ-১ (নিয়ামতপুর-পোরশা-সাপাহার) থেকে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি নবম জাতীয় সংসদে ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সাধন চন্দ্র মজুমদার ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। দশম জাতীয় সংসদে তিনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি তৃতীয় বারের মত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নওগাঁ-১ (নিয়ামতপুর-পোরশা-সাপাহার) থেকে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন এবং ৭ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

সাধন চন্দ্র মজুমদার নওগাঁ করনেশান হল সোসাইটি, বাংলাদেশ পূজা উৎযাপন পরিষদ, বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির আজীবন সদস্য। এছাড়াও তিনি নওগাঁ ব্লাড ব্যাংক, নওগাঁ ডায়েবেটিক সমিতি, নিয়ামতপুর ডিগ্রী কলেজ, পোরশা ডিগ্রী কলেজ, সাপাহার মহিলা ডিগ্রী কলেজ, বালাতৈড় সিদ্দিক হোসেন ডিগ্রী কলেজের সভাপতি, নওগাঁ সমন্বয় নাট্যগোষ্ঠী এবং বরেন্দ্র বহুমুখী কর্তৃপক্ষ রাজশাহীর উপদেষ্টা। তিনি ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠীর সংসদীয় ককাশ গ্রুপের সদস্য ও জাতীয় আদিবাসী পরিষদের উপদেষ্টা।

তিনি এলাকায় মসজিদ, মন্দির নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার সাহায্য, দুস্থদের চিকিৎসা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপে সরকারের সহযোগিতায় নির্বাচনী এলাকায় রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ, বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার উন্নয়নসহ বহুমুখী উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজ করেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে মানব সেবা এবং এলাকার উন্নয়নই তাঁর একমাত্র ব্রত। তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ জনগনের মাঝে ছড়িয়ে দেবার জন্য এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য তার নির্বাচনী এলাকায় - ৩ টি উপজেলা ও ২০ টি ইউনিয়নে নেতা-কর্মীদের সহায়তায় উপজেলা ও ইউনিয়নগুলোতে পাকা দলীয় অফিস নির্মাণ করেছেন। তিনি বর্তমানে জেলা আওয়ামী লীগের অফিস নির্মাণের কাজ শুরু করেছেন।

ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন সেমিনারে থাইল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড সহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সেমিনারে রাশিয়া, বেলারুশ, তুরস্ক, নেদারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ইতালি, জাপান, ফ্রান্স, জার্মান, ডেনমার্ক ও ভারত সফর করেছেন।

সাধন চন্দ্র মজুমদার ১৯৭৪ সালে চন্দনা রাণী মজুমদারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার সহধর্মিনী চন্দনা রানী মজুমদার একজন স্কুল শিক্ষিকা ছিলেন। ১৯৯৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর তার স্ত্রী মারা যান। পরবর্তীতে তিনি আর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। তিনি চার কন্যা সন্তানের জনক। বড় কন্যা সোমা রাণী পেশায় একজন ব্যাংকার, দ্বিতীয় যমজ কন্যার একজন কাবেরী রাণী মজুমদারও একজন ব্যাংকার, যমজ অন্য আরেক কন্যা কৃষ্ণা রাণী মজুমদার পেশায় সার্জন এবং ছোট কন্যা তৃণা মজুমদার একজন ইঞ্জিনিয়ার।

বৃক্ষরোপন, ভ্রমণ, জনসেবা, জনসংযোগ তার প্রিয় শখ। চেয়ারম্যান থাকাকালীন বৃক্ষরোপনে তিনি রাজশাহী বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তার লাগানো তিন কিলোমিটার তালের গাছ আজও মানুষের তাল উৎসবের প্রেরণা যোগায়।

Sadhan Chandra Majumder, MP

Hon'ble Minister

Ministry of Food

Government of the People's Republic of Bangladesh

Sadhan Chandra Majumder was born on the 17th July 1950 at Shibpur village under Niamatpur Upazila of Naogaon District in Bangladesh. His father was late Sri Kamini Kumar Majumder and mother was late Srimati Sabitri Bala Majumder. Mr. Majumder is the Eighth among nine siblings of his parents. He lost his beloved father when he was in class six.

He has passed the SSC Exam from Naogaon KD Government High School and the HSC Exam from Chowmahani Government Degree College. He did his BA degree from Naogaon Degree College. While studying in the Chowmahani College, he actively joined Bangladesh Chhattra League (BCL) in 1967. He took active part in the Liberation War in 1971 and fought against the Pakistani army substantiating his patriotic zeal, courage and devotion to the nation. Later, he got involved with Niyamatpur Upazila Muktijoddha Songsod as a Bangladesh Awami Freedom Fighter and was enthusiastically engaged in the reconstruction of the country.

He has always been vocal and vigilant in protesting the establishment of democracy, rule of law, human rights protection and the torture of the political leader activists against oppression by betting his life. He is a man of love to people. Hence, in the interest of the common people, he was nominated in the union council election in 1984. He was elected chairman of the Haji Nagar Union Parishad by a huge vote. Then there was a strong anti-dictatorial movement throughout the country. During that period, he played an adventurous role. He was elected general secretary of the Haji Nagar Union Awami League during the anti-autocratic movement in 1990. Subsequently, he served as the organizational secretary of the Awami League and was elected Upazila Chairman. After this, he served as a member of the Naogaon district Awami League, two-time publicity editor, organizational secretary, and long-time general secretary. Later, he was elected general secretary of the district Awami League through the council. At present, he is successfully performing the duties of general secretary. He gets involved in the politics of Bangladesh Awami League as well as the agricultural products business and construction business (partnership).

This venerable leader was elected as a Member of Parliament from Naogaon-1(Niamatpur-Porsha-Sapahar) in the nomination of Bangladesh Awami League in the ninth parliamentary elections on December 29, 2008. He played an important role as a member of the Standing Committee on the Ministry of Religion in the Ninth Parliament. Sadhan Chandra Majumdar was elected a Member of Parliament in the 10th parliamentary election on January 5 in 2014. In the Tenth Parliament, he served as a member of the Standing Committee on the Ministry of Religious Affairs and the Standing Committee on the Ministry of Housing and Public Works.

With the nomination of Bangladesh Awami League, he was elected a Member of Parliament from Naogaon-1 (Niamatpur-Porsha-Sapahar) in the election held on December 30, 2018 for the third time. He is sworn in as the full Minister of the People's Republic of Bangladesh and has been appointed as the Minister of Food Ministry since January 7, 2019.

Sadhan Chandra Majumder is a lifetime member of Naogaon Coronation Hall Society, Bangladesh Puja Celebration Council, Bangladesh Hindu, Buddhist, Christian Unity Council and Red Crescent Society. He is also the president of Naogaon Blood Bank, Naogaon Diabetic Association, Niamatpur Degree College, Porsha Degree College, Sapahar Mahila Degree College, Balatoir Siddiq Hossain Degree College, Naogaon Samonnay Natyagoshthi and the adviser of Barendra versatile authority, Rajshahi. He is also a member of the parliamentary Cocus group of small ethnic communities and an advisor to the National Tribal Council. He was also the member of Jatiya Muktijoddha Council.

He has done the services assisting in the construction of roads, bridges, culverts, the construction of schools, colleges, madrasas, and the development of mosques, temples, the construction of educational institutions, the education of poor students, the treatment of the poor and the assistance of the government with the intervention of the Honourable Prime Minister Sheikh Hasina. Holding the ideals of Bangabandhu, the Father of the Nation, his only mission is of human services and development of the area. He has set up permanent party offices in the Upazilas and Unions with the help of leaders and activists in his constituency - 8 Upazilas and 20 unions - to spread the ideology of Bangabandhu among the people and strengthen the organization. Currently, he has started the construction of 7 storeyed District Awami League office in Naogaon.

At the Inter Parliamentary Union Seminar, he has attended several international seminars including Thailand, Switzerland, Russia, Belarus, Turkey, the Netherlands, Singapore, Italy, Japan, France, Germany, Denmark and India.

Sadhana Chandra Majumdar got married to Chandana Rani Majumdar in 1974. His life partner, Chandana Rani Majumder was a schoolteacher. His wife died on September 25, 1993. Later, he was no longer bound to the marriage. He is the father of four daughters. The eldest daughter Soma Rani is a banker in the profession, Kabari Rani Majumdar, a second twin daughter is also a banker, another daughter Krishna Rani Majumdar is a surgeon in the profession and the younger daughter Trina Majumdar is an engineer.

Tree planting, travelling, public service, public relations are his favorite hobbies. During his tenure as chairman, he took first place in the Rajshahi Division in planting trees. His three-kilometer palm plantation even today inspires the people of the area to join ‘The Palm Festival’.